দৈনিক জনকণ্ঠ

17

তারিখ ... AUG 01 199..
পৃষ্ঠা ... কলাম ৪

চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ ও পলিটেকনিকে পুলিশ প্রহরায় ভর্তি ফরম বিলি ॥ সন্ত্রাসী চক্রের ব্যবসা বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রামে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের আখড়া হিসাবে চিহ্নিত দু'টি কলেজে সন্ত্রাসী চক্রের অবৈধ পথে ছাত্রছাত্রী ভর্তির রমরমা ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজ দু'টির কর্তৃপক্ষীয় সহযোগিতায় পুলিশের ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থায় কলেজসমূহে ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে জিম্মি দশার অবসান ঘটতে যাচ্ছে।

কলেজ দু'টি হচ্ছে আগ্রাবাদে সরকারী কমার্স কলেজ ও নাসিরাবাদে পলিটেকনিক কলেজ। ছাত্রলীগের বিবদমান অস্ত্রধারী দু'টি গ্রুপ এ কলেজ দু'টিকে বছরের পর বছর ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। গ্রুপ দু'টির একটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামান বাবু ও অপরটি আজম নাছির

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

চট্টগ্রাম কমার্স

(১২-এর পাতার পর)

উদ্দিন সমর্থিত। শহরের দুই প্রান্তে অবস্থিত এ কলেজ দু'টির ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলজনিত সংঘর্ষের কারণে প্রায়শ নগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে থাকে। ভর্তি মৌসুম এলেই কলেজ দু'টিতে সন্ত্রাসীদের রমরমা অবৈধ ব্যবসা শুরু হয়। মোটা অঙ্কের অর্থের লেনদেনের মাধ্যমে ভর্তির অযোগ্য ছাত্রছাত্রীরাই কলেজ দু'টিতে স্থান পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা হয় বঞ্চিত।

দীর্ঘ সময়ের এ জিম্মি দশার উত্তরণে এবার দু'টি কলেজের সব ধরনের নিরাপত্তায় ব্যাপক পুলিশ ফোর্স নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারী কমার্স কলেজে ৩১ জুলাই ও পলিটেকনিক কলেজে ২২ জুলাই থেকে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। কমার্স কলেজের হোস্টেলে পুলিশ সর্বক্ষণিক অবস্থান নিয়েছে। আর পলিটেকনিক কলেজে স্থাপন করা হয়েছে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প।

শনিবার কমার্স কলেজ ক্যাম্পাস সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, ৫ দিনের জন্য কলেজের ক্লাস বন্ধ রেখে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু করা হয়েছে। শুধু ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরাই যথাযথ কাগজপত্র পুলিশকে দেখিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারছে। বহিরাগত এমনকি কলেজের নিয়মিত কোন ছাত্রছাত্রীকে এখন ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। শনিবার প্রথম দিনে ৩৭৫টি ফরম বিতরণ করা হয়েছে। অপরদিকে একই পদ্ধতিতে পলিটেকনিক কলেজে গত ২২ জুলাই থেকে শনিবার পর্যন্ত ৭ শতাধিক ফরম বিলি হয়েছে। এ কলেজে ভর্তি করানো হবে ৫শ' ছাত্রছাত্রী। আর কমার্স কলেজে ভর্তি হতে পারবে ৩শ' জন।

এ ব্যাপারে সিএমপি কমিশনার এটি আহমেদুল হক জনকণ্ঠকে বলেন, এ কলেজ দু'টিকে আমরা টার্গেট করেছি। ভর্তি নিয়ে সন্ত্রাসীদের রমরমা ব্যবসা আর করতে দেয়া হবে না। পুলিশ প্রহরায় ভর্তি ফরম বণ্টন হচ্ছে। এ প্রহরা ভর্তি পরীক্ষা, ফলাফল, ভর্তি এবং সর্বশেষ হোস্টেলে সিট বরাদ্দ দেয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রক্রিয়া দু'টিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসেছে। ফলে আগ্রহী ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহল আশ্বস্ত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন পর প্রথমবারের মতো এ দু'টি কলেজে প্রকৃত ছাত্রছাত্রীরা মেধানুসারে ভর্তির সুযোগ পাবে।